ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী (৪র্থ সভা)

সভাপতি	: জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, এনডিসি, প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ	: ১৪ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ।। ২৮ জানুয়ারি ২০২৫
সময়	: বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা।
স্থান	: মিনি কনফারেন্স রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "**ক**"

সভার শুরুতে সভাপতি কর্তৃক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কমিটির সকল সদস্য, বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানানো হয়। সভাপতি বলেন যে, নতুন বৎসরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নাগরিকদের সেবা প্রদান আরো গতিশীল ও সন্তোষজনক পর্যায়ে নিতে আমাদের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে মর্মে তিনি সভায় জানান। অত:পর তিনি সবার সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরার জন্য আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণসহ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা করেন।

পরবর্তীতে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত নিম্নরূপ:

আলোচ্যসূচি-০১	:	**বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।**
আলোচনা	:	বিগত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোনো সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। বর্ণনা অনুসারে ৩য় সভার অন্যান্য সকল অংশ দৃঢ়ীকরণের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৩য় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০২	:	**রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত।**
আলোচনা	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগ মোট ১৩ টি খাত থেকে রাজস্ব আদায় করে থাকে। যার মধ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স, বাজার ভাড়া, ট্রেড লাইসেন্স, বিজ্ঞাপন কর খাত অন্যতম। রাজস্ব বিভাগের আওতাধীন ১৩ টি খাতের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মোট লক্ষ্যমাত্রা ১৬৪১.০০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ০১/০৭/২০২৪

হতে ৩১/১২/২০২৪ তারিখে পর্যন্ত ৫২৮.৬৮ কোটি টাকা আদায় হয়েছে।

যার খাতভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ক্রম	রাজস্ব আয়ের খাত				
		বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	০১/১২/২০২৪খ্রি. হতে ৩১/১২/২০২৪খ্রি. পর্যন্ত আদায়	০১/০৭/২০২৪খ্রি. হতে ৩১/১২/২০২৪খ্রি. পর্যন্ত আদায়	বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায়ের হার
১	কর (হোল্ডিং, পরিচ্ছন্ন, লাইটিং, স্বাস্থ্য)	৭৫০.০০	৩৪.৯৮	৩৩৩.৯৭	৪৫%
২	বাজার সালামী	১০.০০	০.০০	০.০০	০%
৩	বাজার ভাড়া	৬.০০	০.৩৪	১.১১	১৯%
৪	ট্রেড লাইসেন্স	১৩০.০০	৩.৬৮	৬৩.৯৫	৪৯%
৫	রিক্সা লাইসেন্স ফি	১৬২.০০	০.০০	০.০০	০%
৬	প্রমোদ কর	১.৫০	০.০১	০.৩৬	২৪%
৭	সম্পত্তি হস্তান্তর কর	৪৬০.০০	৪৫.৫৩	১১৫.৫৩	২৫%
৮	কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত তারকা খচিত হোটেল এবং সার্ভিস এপার্টমেন্টে অবস্থানকারীর উপর নগর কর	৩০.০০	০.৫৬	২.৩১	৮%
৯	মোবাইল টাওয়ার কর	২০.০০	০.০০	৩.০৫	১৫%
১০	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ ট্রেনিং সেন্টারের কর	০.৫০	০.০০	০.০০	০%
১১	মেলা এবং বাণিজ্যিক প্রর্দশনীর উপর ফিস	০.৫০	০.০০	০.০০	০%
১২	টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির ফিস	০.৫০	০.০০	০.০০	০%
১৩	বিজ্ঞাপন	৭০.০০	২.২২	৮.৩৯	১২%
	মোট=	**১,৬৪১.০০**	**৮৭.৩৩**	**৫২৮.৬৮**	**৩২%**

সভায় কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯ সাল থেকে বকেয়া ধরে রিক্সার লাইসেন্স বাবদ রাজস্ব আদায়করণসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে করের আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করেন। এছাড়াও ব্যাটারী চালিত রিক্সাগুলোকে লাইসেন্স প্রদানের

		মাধ্যমে করের আওতায় আনা এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে কী পরিমাণ ব্যাটারী চালিত রিক্সা চালানোর অনুমতি দেওয়া যাবে তার পরিবেশ বান্ধব একটি পরিসংখ্যান করার বিষয়ে সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করেন।
সিদ্ধান্ত-০২	:	২.১) সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে ২০১৯ সাল থেকে বকেয়া ধরে রিক্সার লাইসেন্স বাবদ রাজস্ব আদায়ের সিদ্ধান্ত হয়। ২.২) কর্পোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে করের আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে সর্ব সম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২.৩) ব্যাটারী চালিত রিক্সাগুলোকে লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে করের আওতায় আনতে হবে এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে কী পরিমাণ ব্যাটারী চালিত রিক্সা পরিচালিত হবে তার পরিবেশ বান্ধব একটি পরিসংখ্যান নির্ধারণ করার বিষয়ে সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-০৩	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োজিত **দক্ষ/অদক্ষ** শ্রমিক/কর্মীদের **২০তম গ্রেডে** (বেতনস্কেল-৮২৫০-২০০১০/-) স্কেলভূক্তকরণ।
আলোচনা	:	সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোশনের কর্মচারীর স্বল্পতা সত্ত্বেও দৈনিক মজুরীভিত্তিক দক্ষ ও অদক্ষ কর্মচারীগণের সহায়তায় ডিএনসিসি'র দৈনন্দিন কার্যক্রম সচল রয়েছে। ৪৪০ জন দক্ষ এবং ১৭৩৮ জন অদক্ষ শ্রমিক অক্লান্ত পরিশ্রম করে বছরের পর বছর একই মজুরীতে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করলে তাদের প্রাপ্য মজুরী অপ্রতুল। সরকারি কর্মচারীদের প্রতিবছর ৫(পাঁচ) শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি পায়। বেসরকারি চাকরিজীবীদেরও বেতন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সার্বিক বিবেচনায় ডিএনসিসিতে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি মানবিক এবং যৌক্তিক। সভায় আরো জানানো হয়, বর্তমানে নিম্ন গ্রেডের শূন্যপদ পূরণ না হওয়ায় দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারীদের মাধ্যমে এই শূন্যতা পূরণ করা হচ্ছে। ফলে, তাদের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের স্কেলভূক্ত করে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে **প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা-কে আহবায়ক** করে সহকারী আইন কর্মকর্তা-সদস্য, প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা-সদস্য, **প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-সদস্য,** তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)-সদস্য এবং **সহকারী সচিব, সংস্থাপন-১ শাখাকে সদস্য সচিব** করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারীদের আবেদন বিবেচনা করে স্কেলভূক্ত করার সুপারিশ করেন। স্কেলভূক্ত করা হলে প্রতি বছর সরকার নির্ধারিত হারে তাদের মজুরী বৃদ্ধি পাবে। যা অনেকটা স্থায়ী সমাধান মর্মে কমিটি সুপারিশ করেন। উক্ত কমিটি কর্তৃক দক্ষ/অদক্ষ কর্মচারীদের ২০তম গ্রেডে (**বেতনস্কেল**-৮২৫০-২০০১০/-) বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করা যায় মর্মে সুপারিশ করেছেন। এছাড়া, ডিএনসিসি'র বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে এ সকল কর্মচারীদের অতিরিক্ত বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করতে সক্ষম। কমিটির সুপারিশমতে দক্ষ/অদক্ষ কর্মচারীদের ২০তম গ্রেডে (**বেতনস্কেল**-৮২৫০-২০০১০/-) স্কেলভূক্ত করে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করার বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

		উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ বলেন, আলোচ্য দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিক এর পদটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত পদ নয়। পদসমূহের বিপরীতে কর্মীদের স্কেলভূক্ত করার জন্য প্রচলিত বিধি বিধান, আর্থিক সক্ষমতা পর্যালোচনাসহ ক্ষেত্র বিশেষ মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা অধিকতর খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। পূর্বাপর আলোচ্য কর্মীদের স্কেলভূক্ত করার জন্য প্রচলিত বিধি বিধান, আর্থিক সক্ষমতা পর্যালোচনাসহ ক্ষেত্র বিশেষ মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা অধিকতর খতিয়ে দেখার জন্য উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মতামত প্রদান করেন। আলোচ্য দক্ষ/দক্ষ শ্রমিকগণ যারা আমাদের সাথে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে, সেবা দিয়ে যাচ্ছে, যাদের ছাড়া অত্র কর্পোরেশনের পক্ষে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে না-তাদের প্রতি আমারা কীভাবে আরো বেশী মানবিক আচরণ করতে পারি এবং তাদের প্রাপ্য সুবিধাগুলো নিশ্চিত করতে পারি তা নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরী মর্মে সভা কর্তৃক জানানো হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিগত বাধ্যবাধকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাইবাছাইয়ান্তে একটা তাৎপর্যপূর্ণ এবং যৌক্তিক সমাধানে উপনীত হওয়া প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।
সিদ্ধান্ত-০৩	:	৩.১) আলোচ্য দক্ষ, অদক্ষ কর্মীদের প্রস্তুতকৃত নামের তালিকা অধিকতর যাচাইসহ আলোচ্য সুবিধা প্রদানে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান এবং আর্থিক সক্ষমতা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে পরবর্তীতে আলোচনার বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	১। সচিব, ডিএনসিসি ২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি। ৩। এ সংক্রান্ত গঠিত কমিটি।

আলোচ্যসূচি-০৪	:	**(ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মশক নিধন কার্যক্রমের জন্য করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে কারিগরি কমিটি পুনঃগঠন।** **(খ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত কীটনাশক নির্বাচনের জন্য কমিটি পুনঃগঠন।**
আলোচনা	:	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, মশক নিয়ন্ত্রণ আমাদের একটি গুরত্বপূর্ণ কার্যক্রম। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বিগত ০৫ জুন ২০২৪খ্রিঃ তারিখের ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.১৮১০.২৪-৪৩৬ নম্বর আদেশে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় মশক নিধন কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে মশক নিধন কার্যক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্যে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির মধ্যে বর্তমানে নিম্নবর্ণিত উপদেষ্টা ও সদস্যগণ অনুপস্থিত রয়েছেন: (১) জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, সাবেক মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, উপদেষ্টা (২) অধ্যাপক ডাঃ এ বি এম আব্দুল্লাহ, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক, উপদেষ্টা (৩) জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান, সাবেক কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১, সদস্য (৪) ডাঃ আব্দুল মতিন, সাবেক কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪১, সদস্য বর্তমান বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মশক নিধন কার্যক্রম সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি পুনঃগঠন করা প্রয়োজন।

		অপর দিকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গত ১৮ এপ্রিল ২০২৩খ্রিঃ তারিখের ৪৬. ১০. ০০০০. ০০৪.৪৫.১৮১০.২৩-২৬৭ নম্বর আদেশে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় মশক নিধন কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কীটনাশক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত কীটনাশক নির্বাচনের জন্য গঠিত কমিটির মধ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ অনুপস্থিত রয়েছেন: (১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, সভাপতি (২) জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান, সাবেক কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১, সদস্য (৩) জনাব মোঃ মতিউর রহমান, সাবেক কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬, সদস্য (৪) জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, সাবেক কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯, সদস্য (৫) জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, সাবেক কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪১, সদস্য (৬) জনাব হাসিনা বারী চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০১, সদস্য বর্তমান বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত কীটনাশক নির্বাচনের জন্য গঠিত কমিটি পুনঃগঠন করা প্রয়োজন। মশক নিয়ন্ত্রণ আমাদের একটি গুরত্বপূর্ণ কার্যক্রম। মশক নিধন কার্যক্রমের মূল্যায়ন লক্ষ্যে ইতোপূর্বে গঠিত কারিগরি কমিটি এবং মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত কীটনাশক নির্বাচনের জন্য গঠিত কমিটির কতিপয় সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে কমিটিসমূহের পুনঃগঠন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত উপস্থাপেনর জন্য প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বিগত ০৫ জুন ২০২৪খ্রিঃ তারিখের ৪৬.১০.০০০০.০০৪.৪৫.১৮১০.২৪-৪৩৬ নম্বর কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির দায়িত্ব হলো মাঠ পর্যায়ে মশক নিধন কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে মশক নিধন কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা। অপর দিকে অপর দিকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গত ১৮ এপ্রিল ২০২৩খ্রিঃ তারিখের ৪৬. ১০. ০০০০. ০০৪.৪৫.১৮১০.২৩-২৬৭ নম্বর আদেশে মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত কীটনাশক নির্বাচনের জন্য কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির দায়িত্ব হলো ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় মশক নিধন কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কীটনাশক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্বাচন করা। কীটনাশকের সেনসিটিভিটি বা কীটনাশক ঠিকমতে কাজ করছে কিনা সেটা যাচাই বাছাই করা। বর্তমানে দুটি কমিটির কতিপয় সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে গুরুত্ব বিবেচনায় কমিটিসমূহ পুনঃগঠনের জন্য অনুরোধ জানান এবং প্রস্তাবিত কমিটি উপস্থাপন করেন। তিনি প্রস্তাবিত কমিটির রূপরেখা ও সদস্যদের বিষয়ে বিস্তাবিত বিশ্লেষণ করেন। বিস্তাবিত আলোচনান্তে উপস্থিত সকল সদস্য আলোচ্য কমিটি দুটি পুনঃগঠনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত-	:	৪.১) সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত কীটনাশক নির্বাচনের জন্য নিম্নরূপভাবে কমিটি পুনঃগঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সভাপতি
২	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৪	প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৫	উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৭	পরিচালক/উপযুক্ত প্রতিনিধি, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী	সদস্য
৮	পরিচালক/উপযুক্ত প্রতিনিধি, রোগতত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, মহাখালী	সদস্য
৯	পরিচালক/প্রতিনিধি, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
১০	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক, ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর	সদস্য
১১	ডা. মোহাম্মদ ফিরোজ জামান, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১২	ড. কবিরুল বাশার, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৩	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ গোলাম ছারোয়ার, (সদস্য, বিশেষজ্ঞ কমিটি ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধকল্প, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়), অধ্যাপক জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)	সদস্য
১৪	মোঃ রেজাউল করিম, কীট তত্ত্ববিদ , স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (সদস্য, বিশেষজ্ঞ কমিটি ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধকল্প, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়)	সদস্য
১৫	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
১৬	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি	সদস্য
১৭	ওয়াসা এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৮	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
১৯	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি	সদস্য
২০	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩	সদস্য
২১	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৪	সদস্য
২২	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
২৩	উর্ধ্বতন কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য সচিব

৪.২) সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য নিম্নরূপভাবে কারিগরি কমিটি পুনঃগঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১	প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	উপদেষ্টা
২	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	উপদেষ্টা
৩	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সভাপতি
৪	পরিচালক/প্রতিনিধি, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা(সিডিসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৫	পরিচালক/প্রতিনিধি,আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৬	উপপরিচালক/প্রতিনিধি, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৭	ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার/ প্রতিনিধি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৮	অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৯	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ গোলাম ছারোয়ার, (সদস্য, বিশেষজ্ঞ কমিটি ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধকল্প, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়), অধ্যাপক জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)	সদস্য
১০	পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, খামার বাড়ী, ঢাকা।	সদস্য
১১	অধ্যাপক ডা: বেনজির আহমেদ, জনস্বাস্থ্যবিদ (সাবেক পরিচালক, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১২	ড. রাজীব চৌধুরী, প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	সদস্য
১৩	ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, ম্যালেরিয়া এবং এডিস ট্রান্সমিটেড ডিজিজ কন্ট্রোল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা-২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
১৫	উর্ধ্বতন কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
১৬	মোঃ রেজাউল করিম, কীট তত্ত্ববিদ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (সদস্য, বিশেষজ্ঞ কমিটি ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধকল্প, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়)	সদস্য
১৭	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
১৮	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি	সদস্য
১৯	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
২০	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি	সদস্য
২১	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
২২	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-২	সদস্য
২৩	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৯	সদস্য
২৪	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
২৫	উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য সচিব

বাস্তবায়ন : ১। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।
২। সচিব, ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-৫		Innovation Lab স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও UNDP এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর।
আলোচনা		আলোচ্য বিষয়ে প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ বলেন, ইনোভেশন ল্যাব গবেষণার মাধ্যমে ডিএনসিসির বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করবে। বিভাগসমূহের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, জনবল ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে সমস্যার সমাধান বের করবে। এছাড়াও ডিএনসিসি অধিক্ষেত্রে নাগরিকদের বাসযোগ্যতার হুমকিস্বরূপ রাস্তার হকারদের অনিয়ন্ত্রিত উপস্থিতি, দুর্বল ট্রাফিক সিগনালিং সিস্টেম, ভূমিকম্পের প্রস্তুতি, ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ ইত্যাদির উপর ইনোভেশন ল্যাব দ্রুত গবেষণা পরিচালনা করবে। এছাড়াও ইনোভেশন ল্যাব শহরের একই ধরণের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করা অন্যান্য সরকারি সংস্থার (ডিজিএইচএস, পরিবেশ অধিদপ্তর, ডিটিসিএ, রাজউক ইত্যাদি) সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য করণীয় নির্ধারণ ও উদ্যোগ গ্রহণ করবে। জলবায়ু কর্মপরিকল্পনার সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জোনাল পর্যায়ে পাইলট প্রোগ্রাম নেওয়ার জন্য ডিএনসিসিকে ইনোভেশন ল্যাব সহায়তা করবে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন উক্ত ল্যাবের জন্য কক্ষ বরাদ্দ করবে। ইউএনডিপি'র আর্থিক সহযোগিতায় নগর পরিকল্পনা ও জন সংযোগ বিভাগের আওতায় উক্ত ল্যাবটি পরিচালিত হবে। বিস্তাবিত আলোচনান্তে ডিএনসিসিতে ইনোভেশন ল্যাব স্থাপনের বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ইউএনডিপি এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের বিষয়ে সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত		৫.১) ডিএনসিসিতে ইনোভেশন ল্যাব স্থাপনের বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ইউএনডিপি এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন		১) প্রধান নগর পরিকল্পনা বিভাগ। ২) সহায়তাকারী- জনসংযোগ বিভাগ।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ মাহমুদুল হাসান, (এনডিসি)
প্রশাসক
ও
সভাপতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.৩৯৮.২০২৪ -১১৭

তারিখ-১২/০২/২০২৫ খ্রি:।

বিতরণ কার্যার্থে:

.....

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।
৩. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৫. চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।
৬. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৭. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৮. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
৯. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
১০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড।
১১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।
১২. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমাবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য)।
১৩. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৪. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)।
১৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১৬. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর।
১৭. মহাপরিচালক, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
১৮. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর।
১৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
২০. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স।
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।
২২. জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)।
২৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস।
২৫. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
২৬. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
২৭. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২৮. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২৯. প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীটি (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩২. সহকারী সচিব, সংস্থাপন-১ ও ২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩৩. অফিস কপি।